Q. 'প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ' — চার্বাকদের এই উক্তিটি আলোচনা কর। 20

→ **ভূমিকা :—**

চার্বাক জ্ঞান তত্ত্বের দিকেই চার্বাক দর্শন প্রতিষ্ঠিত। চার্বাকগণ বলেন, "প্রত্যক্ষ এব প্রমাণ" অর্থাৎ প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; তাই চার্বাকদের প্রত্যক্ষ ঐক্য প্রমাণবাদী বলা হয়।

প্রমাণ :—

প্রমার করণকে অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায়কে বলা প্রমাণ। প্রাচীনপন্থীদের মতে, যে করণ উপস্থিত হওয়ার কারণেই প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় প্রমাণ। অপরদিকে, নব্যপন্থীদের মতে, যে করণ তার ব্যাপারের সাহায্যে প্রমা উৎপন্ন করে, তাকে বলা হয় প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমর্থনে চার্বাকদের যুক্তি :—

ভারতীয় দর্শনে প্রমাণ ৬ প্রকার; অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি। এদের প্রমাণ বলা স্বীকার করে না, কিন্তু চার্বাকদের মতে, ইন্দ্রিয়গুলি হল প্রত্যক্ষ এবং এই প্রত্যক্ষই হল একমাত্র প্রমাণ। যেহেতু, ইন্দ্রিয়গুলি তার সন্নিকর্ষ বা সংযোগের সাহায্যে প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন করে, তাই চার্বাকদের মতে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই হল একমাত্র প্রমাণ। যখন চোখের সাহায্যে আমরা কোনো সবুজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি, তখন চোখই হল প্রমাণ, যখন জিভের সাহায্যে আমরা হলদের যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন জিভই হল প্রমাণ, এই ভাবে প্রতিটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ত্বক, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা এবং কর্ণ আমাদের যথার্থ জ্ঞান দান করে, তাই চার্বাকমতে, "ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হল প্রমাণ।

চার্বাকমতে, ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সকলেই প্রত্যক্ষ প্রমাণকে স্বীকার করেন

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন মতবিরোধ নেই, এই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ "সর্বজনীকৃত", প্রত্যক্ষ হল বিভিন্ন প্রকার প্রমাণের মাধ্যে দেখা ও উপযুক্ত প্রমাণ, প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলার হল তার ধর্মের অন্যান্য প্রমাণ গুলির প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, অন্যান্য প্রমাণ গুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুসিদ্ধান্ত হওয়ায় তার কিছুই নয়, অন্যান্য প্রমাণ যেমন - অনুমান, উপমান, শব্দ, প্রমাণ সম্পর্কে কোন সংশয় দেখা দিলে সেই সংশয় দূর করার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়।

সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল অন্যান্য প্রমাণের মূল প্রমাণ, কারণমাত্র, অনুমান, উপমান, শব্দ ইত্যাদি প্রমাণ গুলির মূল ভিত্তি হল প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণই যে একমাত্র প্রমাণ এরূপ মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে চার্বাকরা অনুমান, উপমান, শব্দ ইত্যাদি প্রমাণকে অস্বীকার করেছেন।

অনুমানের বিরুদ্ধে যুক্তি :-

অনুমান প্রামাণ্যবাদীদের মতে, ব্যাপ্তি জ্ঞান হল অনুমানের ভিত্তি, ব্যাপ্তি জ্ঞান হল "যত্র ধূম তত্র বহ্নি ইতি সাহচর্য নিয়ম ব্যাপ্তিঃ" অর্থাৎ, যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে বহ্নি থাকে ধূম আর বহ্নির এই সাহচর্যের নিয়মই হল ব্যাপ্তি, যেমন - পাহাড়ে ধূম প্রত্যক্ষ করে আমরা সেখানে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করি, এখানে ধূম ও বহ্নির নিয়ত সাহচর্যের জ্ঞানকে বলা হয় ব্যাপ্তি।

কিন্তু চার্বাকদের মতে, এই ব্যাপ্তি জ্ঞান অর্জন করা যায় না, কেননা কোনো ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্নির সাহচর্যের জ্ঞান প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু কোন ব্যক্তির পক্ষে সর্বদেশের, সর্বকালের সাহচর্যের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়, তাই চার্বাকদের মতে অনুমান প্রমাণ নয়।

উপমানের বিরুদ্ধে যুক্তি :—

বেদান্তিদের মতে, উপমান প্রমাণ নয়, কেননা, উপমান হলো পরিচিত বস্তুর সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে হলো অপরিচিত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। যেমন— গরু সাদৃশ্য গবয়।

যদি কোনো ব্যক্তির গরুর সঙ্গে পরিচিতি থাকে এবং সেই ব্যক্তি কোনো কারণে কোনো বনাঞ্চলে গরুর মতো দেখতে একটি প্রাণীর সম্মুখীন হল এবং সেই প্রাণীর পরিচিতি সম্পর্কে জন্য যদি পূর্ব জ্ঞান না থাকে এবং ~~সেই প্রাণীটি গরু~~ এর ব্যক্তি যদি অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে শোনেন এই প্রাণীটি গরু জাতীয়, যেটা গরু নয়, তার মতো দেখতে, এই প্রকার জ্ঞানই হল অনুমিতি, ~~আর এই প্রকার জ্ঞানই হল উপমিতি~~, এই প্রকার জ্ঞান অনুমান নির্ভর, বেদান্তি মতে অনুমান যেহেতু প্রমাণ নয়, তাই বেদান্তিরা উপমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করে না।

শব্দ প্রমাণের বিরুদ্ধে যুক্তি :—

বিশ্বাসী ব্যক্তি বা আপ্ত পুরুষের কাছে যে বাক্য হয় শব্দ প্রমাণ, বিশ্বাসী ব্যক্তি বা আপ্ত ব্যক্তি হল প্রমা ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সদা সত্য কথা বলেন, যৌক্তিক বুদ্ধি অবলম্বন করেন এবং ঈশ্বরাদি বিশিষ্ট হন। ব্যক্তির শব্দের, আপ্ত বাক্য হলো বেদ নির্ভর। কিন্তু বেদান্তিদের মতে বেদ ~~ঈশ্বর কোনো ব্যক্তির আপ্তত্ব বা বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব থাকায় গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা হয়~~। বৈশেষিক যেখানে অনুমান করে হয়, ~~অনুমান~~ অনুমান প্রমাণ নয় বলে শব্দ বা বৈদিক শাস্ত্রকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করেন না।

এইভাবে বেদান্তি সিদ্ধান্তে আসেন যে অনুমান, উপমান ও শব্দ ~~প্রমাণ~~ প্রমাণ নয়, প্রত্যক্ষই হল একমাত্র প্রমাণ যা নির্ভুল জ্ঞানের ~~প্রমাণ~~ প্রমাণ দিতে পারে।

সমালোচনা :—

কিন্তু অনুমান প্রামাণ্যবাদীরা বিশেষ করে নৈয়ায়িকরা এই মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই সমালোচনা গুলি হল—

প্রথমত,

সমালোচকদের মতে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে চার্বাকরা যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে অনুমানকে স্বীকার করে নিয়েছেন, যেহেতু যুক্তি অনুমানের সমান্তর।

দ্বিতীয়ত,

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষই একমাত্র পথ অর্থাৎ অনুমান, চার্বাকদের এই মত ঠিক নয়, কোনো প্রত্যক্ষ কোনোমতে বর্তমান কালের জ্ঞান দিতে পারে, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান দিতে পারে না।

তৃতীয়ত,

অনুমানকে অস্বীকার করে কারণ কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা নিয়মের ক্রম, অজ্ঞতা বা অন্য ব্যক্তির সাক্ষ্যের অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তবে কোন কিছুর ক্রম হয়েছে — এটা অনুমানের কাছে স্পষ্ট অনুমানের হয়।

চতুর্থত,

চার্বাকরা, 'প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ', এখানে অনুমান প্রামাণ্যবাদীরা প্রশ্ন করেছেন যে 'প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ'-এর প্রমাণ কী? যদি এই প্রশ্নের উত্তরে চার্বাকরা নিরুত্তর থাকেন, তাহলে তাদের বক্তব্য ঠিক নয়, আর যদি এই প্রশ্নের উত্তরে যুক্তি দেখান তাহলে পরোক্ষে তারা অনুমানকে স্বীকার করে নিতে হয়, যেহেতু, যুক্তি অনুমানের সমান্তর।

উপসংহার :—

পুস্তকের পরিশেষে এই নিষ্কর্ষে আমার বক্তব্য যে আধুনিক প্রগতি প্রমাণ করে পুরোপুরি গ্রহণ যোগ্য নয়। তাই পরবর্তী সর্বশ্রেণির মানুষের অনুসরণে প্রকাশ বিশেষেশ্বরীর পাঠকালে ~~বিশেষেশ্বর, প্রকৃত~~ লোকিক জীবনযাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্ত পুরুষকে স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার:

শব্দ প্রমাণ স্বীকার করেন যে বেদকে শব্দ প্রমাণ বলে স্বীকার করা যায়। বেদের কর্তা আপ্তপুরুষ প্রমাণিত, এরূপ বক্তার নির্দেশ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া হয়। অবশ্য বেদ অপৌরুষেয় নাও হয়, কিন্তু সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, তাঁর বড় বড় নিয়ম, তাঁদের কিছু নির্দেশের জন্য বেদ তৈরী করেছেন। বেদ বাক্য দ্বারা সুনির্দিষ্ট অজ্ঞ, অমিশ্রিত, প্রমাণিত বস্তুরই প্রকাশিত হন। অনুভবের বস্তুমাত্র পরস্পর বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ এবং পুনরুক্তি দোষ, অতএব বেদ অপর শব্দকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করা অযৌক্তিক।

প্র. 3.

চার্বাক নীতিতত্ত্ব সম্পর্কে বিবরণ দাও। (10)

→ চার্বাক নীতিতত্ত্ব তার জড়বাদী তত্ত্বের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় দর্শনে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু চার্বাকগণ এদের মধ্যে শুধুমাত্র কাম ও অর্থকে স্বীকার করে। তিনি ধর্ম ও মোক্ষ শব্দটি অর্থপূর্ণ যখন কিছুরই সনাতন আত্মা, পরকাল, জন্মবাদ, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু চার্বাকগণ এদের কোনোটিরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কেননা এগুলো প্রত্যক্ষ গোচর নয়। তাঁরা বলেন এই সমস্ত বিষয় কল্পনাকারী ব্রাহ্মণ নামক ধূর্ত ব্যক্তিদের কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টি। এর সহায়ক ধূর্ত ব্যক্তি সরল সরলা লোকদের প্রতারণা করে ধীবর করার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কাল্পনিক ধারণা সৃষ্টি করেছে। মনে করে।

দ্র.

3) চার্বাক সমগ্রদর্শন নীতি বলতে জীবন নীতিকেই বুঝিয়েছেন, তাদের নিকটে কাম ও অর্থ লাভই জীবনের একমাত্র ধর্ম, সুতরাং, এই নীতি মানুষের কাম ও অর্থ লাভের উপযোগী সেই নীতিই অনুসরণীয়, ভারতীয় দর্শনে এমন নীতিতত্ত্ব সুখবাদ নামে পরিচিত, তাই চার্বাকরা হলেন সুখবাদী, কারণ তাদের মতে, কাম বা ইন্দ্রিয় সুখই হল ধর্ম বা পরম পুরুষার্থ, অলৌকিক পারলৌকিক জীবনের প্রতি আস্থাহীন চার্বাকরা ইহলোকের বাস্তব সুখ ও শান্তি বিধান দেওয়ার নিতান্তই ব্যস্ত, অতএব, বুদ্ধিমানের কাজ হল এই জীবনে যত বেশী সম্ভব সুখ ভোগ করা, এ প্রসঙ্গে তাদের বিখ্যাত উক্তি হল, "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অর্থাৎ, যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচার প্রয়োজনে ঋণ করেও ঘী খাবে।

সুখবাদী চার্বাকগণ বলেন, মানুষ স্বভাবনিয়মে সুখলাভে ও দুঃখ বর্জন করতে চায়, ইহলোকের প্রত্যক্ষগম্য ভাবী, পুত্র, পশু, ধন-সম্পত্তি লাভে ও সম্ভোগের জন্য অনুকূল অনুভবেন্দ্রিয় সুখ, তাদের মতে, ইন্দ্রিয় সুখ অবিমিশ্র ও দুঃখমিশ্রিত, তাই এই সুখকে পরিত্যাগ করাই ধর্ম্য, কিন্তু এর উত্তরে চার্বাকগণ বলেন যে, কাঁটার ভয়ে যেমন কেউ মাছ কিংবা রমণীয় গোলাপকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন ত্যাগ করেন না, তেমনি দুঃখ মিশ্রিত হলেও ~~ইন্দ্রি~~ ইন্দ্রিয় সুখকে পরিত্যাগ করা উচিত হবে না, আমাদের কাছে কাঁটার ভয়ে মধুর অন্বেষণ মূর্খতা, দেহনাশই আত্মনাশ।

অন্যান্য চার্বাক দার্শনিক সুখবাদী হলেও এই সুখের প্রকৃতি ও সুখ লাভের উপায় নিয়ে চার্বাকদের মধ্যে মতভেদ আছে। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অল্পশিক্ষিত যেসব চার্বাকগণ মনে করেন অন্তঃপেন্দ্রিয়, স্থূল, সূক্ষ্ম ও জীর্ণ ইন্দ্রিয়ের জন্য জৈবিক সুখই হল পরম সুখ, কাজেই তাঁরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশিষ্ট চার্বাকগণ মনে

যেহেতু বর্তমান ও আসীম সুখের প্রয়াস যথাক্রমে সুখ লাভের পথে বাধা স্বরূপ, ইন্দ্রিয় ও কামাদি সুখ অনুভবই লাভ করে থাকে এই সুখ মানুষের কাম্য হতে পারে না, অতএব, তাদের মতে, যদিও আমাদের পরম পুরুষার্থ সুখ ভোগ, তথাপি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সুখ অবশ্যই মর্যাদিত এবং যুক্তিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সমালোচনা :—

প্রথমত,

বর্তমান নীতিতত্ত্বকে যদি নিছক মানুষের জীবন পশুর জীবনের সমস্তরে হয়ে পড়বে, পশুর যেমন ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে তেমনি মানুষেরও প্রথমত উদ্দেশ্য যদি ইন্দ্রিয় সুখ হয় তবে পশুর সাথে মানুষের পার্থক্য কোথায়?

দ্বিতীয়ত,

নীতিবিদ্যার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বরূপ ধরা, কিন্তু সকল মানুষ যদি বর্তমানের নীতিতত্ত্বকে অনুসরণ করে তবে শান্তি শৃঙ্খলার পরিবর্তে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলাই প্রতিফলিত হবে।

Q. দ্বাদশ নিদান বা চক্র কী—আলোচনা কর, (10)

→ মানুষের দুঃখের কারণ কারণ চক্র বা দ্বাদশ নিদানের উৎপত্তি হয়েছে। বৌদ্ধ মতে, বস্তু মাত্রই পরিবর্তন, দুঃখের অভিজ্ঞতা হেতুও উৎপন্ন বস্তু, ঘটনা বা পুনরায় অপরিবর্তন কারণ নিহিত। এইভাবে দুঃখের অভিজ্ঞতা ও ক্রমশ দুঃখের কারণ সমূহ একের এক শৃঙ্খলাকার কারণ শৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, এই কারণ শৃঙ্খলাই 'চক্র' নামে পরিচিত। এই চক্রকে যথাযথ নিদান শব্দের সাথে 'দ্বাদশ নিদানও' বলা হয়। বৌদ্ধ সম্মত এই দ্বাদশ নিদানকে নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে —

(1.) দুঃখ
(2.) জাতি } — ভবিষ্যৎ জীবন

(3.) ভব
(4.) উপাদান
(5.) তৃষ্ণা
(6.) বেদনা } — বর্তমান জীবন

(7.) স্পর্শ
(8.) ষড়ায়তন
(9.) নামরূপ
(10.) বিজ্ঞান } — বর্তমান জীবন

(11.) সংস্কার
(12.) অবিদ্যা } — অতীত জীবন

* **দুঃখ জাতি** :— দুঃখ হল ব্যাধি, জরা, মরণ, শোক ইত্যাদি। এই জরা-মরণাদিরূপ কারণ হল জাতি বা জন্ম, জন্ম হয় বলেই আমাদের দুঃখ ভোগ হয়, (এবং) আবার জন্মের কারণ হল পূর্বজন্মের ভব বা দেহ। পুনরায় জন্ম গ্রহণের জন্য আমাদের মধ্যে প্রবল প্রবণতা আছে বলে হয় দেহ।

* **উপাদান** :— জাগতিক বস্তু বা বিষয়ের প্রতি এই আসক্তি থেকে যায় হয় উপাদান। পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রিয় বস্তু পুনরায় বিষয় ভোগের আসক্তিকে তীব্রতর করে।

তৃষ্ণা :— বিষয় ভোগ বা উপাদানের কারণ হল তৃষ্ণা, ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করে আনন্দ হল তৃষ্ণা

বস্তু বোধের তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা বিষয়টিকে বুঝে মানুষকে বিষয় ভোগ তথা জগতের প্রতি উন্মুক্ত করে তোলে।

বেদনা :— ইন্দ্রিয় ধারণ ও আবার বেদনা, বিষয়ের স্পর্শে যে আনন্দ দুঃখের অনুভূতির সৃষ্টি করে, তাকেই বেদনা বলা হয়, এই বেদনাই শুধু মানুষের প্রতি তৃষ্ণার সৃষ্টি করে।

স্পর্শ :— স্পর্শ বেদনার কারণ, স্পর্শ হল বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ। এই সংস্পর্শের কারণ হল ছয়টি ষড়িন্দ্রিয়, ~~এই ষড়িন্দ্রিয় কে বলা হয় সংস্পর্শ~~।

ষড়ায়তন :— ছয়টি ষড়িন্দ্রিয়কে বলা হয় ষড়ায়তন। ~~ও চক্ষু~~ ছয়টি ও শুধু মানবীয় অভিজ্ঞতা এই ষড়িন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে, অর্থাৎ দেহ-মন প্রভৃতি এই ষড়ায়তনের কারণ।

নামরূপ :— প্রত্যেক জীবের দেহ ও মনের এক সমন্বিত সত্তা, এই সত্তাকে বলা হয় নামরূপ।

বিজ্ঞান বা চেতনা :— নামরূপের কারণ হল বিজ্ঞান বা চেতনা, মিশ্র হবার পূর্বে যে প্রাথমিক চেতনা মাতৃগর্ভে ভ্রূণের আকার ধারণ করে তাই বিজ্ঞান বা চেতনা, বিজ্ঞান বা চেতনা থাকলে দেহ ও মনের সৃষ্টি বা পুষ্টি হত না।

সংস্কার :— পূর্ব জন্মের সংস্কার থেকেই বিজ্ঞান উদ্ভূত হয়, তাই সংস্কার হল বিজ্ঞানের কারণ। সংস্কার অনুযায়ী বিজ্ঞান বা চেতনা সৃষ্টি হয়।

অবিদ্যা :— সংস্কারের কারণ অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান। ~~অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান~~, অবিদ্যা থেকে ক্রমান্বয়ে দুঃখের অন্যান্য কারণগুলি উদ্ভূত হয় বলে অবিদ্যাকে সর্বপ্রকার দুঃখের মূল কারণ বলা হয়।

ঔপরিভাষিক কারণ শৃঙ্খল থেকে বোঝা যায়, জন্মের দিক থেকে যেমন দুঃখ সর্বশেষ উৎপন্ন হয়, তেমনি কারণের দিক থেকে অবিদ্যা সর্বপ্রথম কারণ, মূল কারণ অবিদ্যা থেকে → সংস্কার → বিজ্ঞান → নামরূপ → ষড়ায়তন → স্পর্শ → বেদনা → তৃষ্ণা → উপাদান → ভব → জাতি → দুঃখ উৎপন্ন হয়।